দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 18 DEC 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 3 ...

শিক্ষাঙ্গন

গ্রামীণ শিক্ষা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে সুশিক্ষা দানের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী ও উন্নয়নমুখী কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষার সে লক্ষ্যই যদি ব্যর্থ হয় তাহলে সে শিক্ষার প্রয়োজন পর্যবসিত হয় অপ্রয়োজনে। অপরিকল্পিত, অনিয়ন্ত্রিত সর্বোপরি অবহেলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার আমাদের গ্রামীণ শিক্ষা। গ্রামীণ শিক্ষা অনুন্নত হওয়ার প্রধান কারণ, শতকরা আশি ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করা সত্ত্বেও গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়ন প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে নেই। যার ফলস্বরূপ নিয়মতান্ত্রিকভাবে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে খুব একটা গড়ে উঠতে দেখা যায় না। শিক্ষার প্রতি গ্রামাঞ্চলের মানুষের অনীহাও অন্যতম আর একটি কারণ। উপর্যুপরি আমাদের নিদারুণ অবহেলা সে পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

যেখানে অজ্ঞ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষে ভরপুর আটষট্টি হাজার গ্রাম অধ্যুষিত আমাদের এই বাংলাদেশ, সেখানে গ্রামগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থায় এই অনুন্নত ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি করছে। গ্রামীণ শিক্ষার এ দুরবস্থার কারণেই অবস্থাশালী অনেক লোক তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরমুখী হয়। ফলে জ্ঞানী-গুণী সম্পন্ন লোকবিবর্জিত গ্রামীণ এলাকাগুলোর সামাজিক অবকাঠামো ও শিক্ষা ব্যবস্থা ধীরে ধীরে নীচে নেমে যেতে থাকে।

সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু এর মাঝে যারা শুধুমাত্র সামান্য চিঠিপত্র লিখতে পারেন তাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাহলে প্রকৃত শিক্ষিত যে উক্ত হারের চেয়ে অনেক কম তা বলাই বাহুল্য। শহরে তুলনায় গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা আরও অনেক কম। স্বাধীনতার পর প্রায় দেড় যুগ পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও গ্রামীণ শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেমন কোনি আশাব্যঞ্জক সফলতা দেখা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সরকারীকরণে অবশ্য সকলেই এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের অনেকেই আর্থিক অসঙ্গতি হেতু মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণে বঞ্চিত হয়।

ফলে আবশ্যিকভাবে একদিন যে শিক্ষা তাদের ভাগ্যে জুটেছিল, চর্চার অভাবে তারও বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যায়। নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা বিরতির হার গ্রামে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। এতে একদিকে অতি নগণ্য সংখ্যক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অপরদিকে যারা নিম্নস্তরে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে তাদের অনেকেই উপার্জনক্ষম হতে পারছে না। আবার শিক্ষিতেরাও বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণায় নিমজ্জিত। যা কি-না দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে সঙ্গত কারণেই এক বিরাট অন্তরায়।

এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে প্রথমেই প্রয়োজন বর্তমান অবস্থার কারণ অনুসন্ধান। যেহেতু শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিই দেশের উন্নতির মূল চালিকাশক্তি সেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিই আমাদের সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষার মত নিম্ন মাধ্যমিক অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাও আবশ্যিক ও সরকারীকরণ করা প্রয়োজন। শহরের তুলনায় গ্রামেই শিক্ষার প্রতি অনীহা ও অনাগ্রহ বেশী।

বিভিন্ন প্রচারণা ও বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে শিক্ষার সুফল জানানো যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্নভাবে যেমন— বয়স্কদের কৃষি শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, নারী শিক্ষা। এ ধরনের বিষয়ের উপর উন্নয়নমুখী শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার প্রতিও জোর দেওয়া উচিত। শিক্ষাকে তাদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হবে যাতে তাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব দূর হয়। তারা যাতে বাস্তবে শিক্ষার সুফল খুঁজে পায় সে ব্যবস্থাই তাদেরকে জানাতে হবে। তারা যদি শিক্ষার প্রয়োজন বুঝে উঠতে পারে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের শিক্ষাগ্রহণে বাধা তো দেবেই না বরং উৎসাহভরে শিক্ষাদানে তাদের আগ্রহী করে তুলবে। ফলে শিক্ষিত জনশক্তি তৈরীতে একদিকে যেমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না অন্যদিকে শিক্ষার সুদূরপ্রসারী সাফল্যে গ্রাম এবং শহর রূপান্তরিত হবে উন্নত বাংলাদেশে।

—নাঈমা খানম বিউটি